10 JAN

জঙ্গি সন্দেহে আটক ১০

'মগজধোলাই' কেন্দ্র উত্তরার লাইফ স্কুল

■ সমকাল প্রতিবেদক

জঙ্গি সম্পৃক্ততার অভিযোগে রাজধানীর উত্তরার ধর্মভিত্তিক ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইফ স্কুলের সাবেক ও বর্তমান অধ্যক্ষসহ ১০ জনকে আটক করেছে র‍্যাব। স্কুলটি আড়াই বছর ধরে জঙ্গি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিল বলে র‍্যাবের দাবি। র‍্যাব আরও জানায়, এরই মধ্যে ওই স্কুলে প্রশিক্ষণ নেওয়া অনেক শীর্ষ জঙ্গি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে নিহত হয়েছে। অনেকে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : ক ১ ● ছবি পৃষ্ঠা-১৯

'মগজধোলাই' কেন্দ্র উত্তরার

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

পলাতক। আটক ১০ জনই নিহত জঙ্গি সারোয়ার-তামিম গ্রুপের সক্রিয় সদস্য। র‍্যাব কর্মকর্তারা জানান, রোববার মধ্যরাত থেকে গতকাল সোমবার ভোর পর্যন্ত রাজধানীর উত্তরা ও কলাবাগান এলাকা থেকে ওই জঙ্গি সদস্যদের আটক করা হয়। র‍্যাব-৪-এর একটি দল এ অভিযান চালায়।

আটক ১০ জন হলেন– লাইফ স্কুলের অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান (৪৩), সাবেক অধ্যক্ষ শরিফুল ইসলাম (৪৬), সাবেক শিক্ষক ও স্কুলটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান (৩১), সাবেক শিক্ষক মুফতি আবদুর রহমান বিন আতাউল্লাহ (৩৭), স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবক আবু সাদাত মো. সুলতান আল রাজী ওরফে লিটন (৪১) ও তাদের সহযোগী আল মিজানুর রশিদ (৪১), কৌশিক আদনান সোবহান (৩৭), মেরাজ আলী (৩০), শাহরিয়ার ওয়াজেদ খান (৩৬) ও নারী সদস্য জান্নাতুল মহল ওরফে জিন্নাহ (৬০)।

র‍্যাব কর্মকর্তাদের দাবি, আটকরা সারোয়ার-তামিম গ্রুপের নিহত জঙ্গি তানভীর কাদেরী, মেজর (অব.) জাহিদুল ইসলাম ও পলাতক জঙ্গি লাইফ স্কুলের সাবেক শিক্ষক মাইনুল ইসলাম ওরফে মুসার ঘনিষ্ঠজন। এমনকি পলাতক জঙ্গি চাকরিচ্যুত মেজর জিয়ার সঙ্গে তাদের কারও কারও যোগাযোগ ছিল। তবে র‍্যাব জঙ্গিদের যে গ্রুপটিকে সারোয়ার-তামিম গ্রুপ বলছে, একই গ্রুপকে পুলিশ বলছে নব্য জেএমবি। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে দুই অধ্যক্ষসহ তিনজনের পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা সমকালের কাছে দাবি করেছেন, তাদের কেউই জঙ্গিবাদে জড়িত নন। লাইফ স্কুলের মালিকানা দ্বন্দ্বে তারা আটক হতে পারেন।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে র‍্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান বলেন, উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত লাইফ স্কুল কর্তৃপক্ষ মূলত শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করত। স্কুলে কোনো শিক্ষার্থীকে ভর্তির আগে তাদের অভিভাবকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হতো। উগ্রপন্থায় বিশ্বাসী এমন অভিভাবকদের সন্তানদেরই ভর্তির সুযোগ দেওয়া হতো। পরে তাদের মগজধোলাই দিয়ে জঙ্গিবাদে ভেড়ানো হতো।

র‍্যাবের এ কর্মকর্তার দাবি, স্কুলটির মসজিদে মূলত জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। সেখানে আড়াই বছর ধরে অভিভাবকদের মগজধোলাই ও জঙ্গি হামলার এলাকা রেকি করার প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। অভিভাবকদের নিজের সম্পত্তি সংগঠনে দান করতে উদ্বুদ্ধ করা হতো।

আটক ১০ জন এখনও সরাসরি সন্ত্রাসমূলক কাজে অংশ নেয়নি জানিয়ে কর্নেল আনোয়ার বলেন, তবে তাদের হাতে প্রশিক্ষণ নিয়ে অনেকেই দুর্ধর্ষ জঙ্গি হয়েছে। যাদের কেউ কেউ বিভিন্ন অভিযানে নিহত হয়েছে। তিনি আরও জানান, আশুলিয়ায় নিহত জঙ্গি সারোয়ারের ঘটনায় দায়ের মামলার তদন্ত করতে গিয়েই আটক ১০ জনের নাম আসে।

গতকাল সকালে আটক শরিফুলের স্ত্রী সোনিয়া ইসলাম সমকালকে জানান, তার স্বামী ও ভাগ্নে জিয়াউর রহমানকে ভোরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি দাবি করেন, তারা কেউ জঙ্গি নন। লাইফ স্কুলের সঙ্গেও নেই। এখন তারা উত্তরায় নলেজ হোম নামে একটি কোচিং সেন্টার চালাচ্ছেন। স্কুলের বর্তমান পরিচালকদের সঙ্গে তার স্বামীর ঝামেলা চলছে।

লাইফ স্কুলের অধ্যক্ষ মিজানুর রহমানের একজন স্বজন দাবি করেছেন, মিজানুরের স্কুলটি আরবি মাধ্যম হলেও সে জঙ্গিবাদে জড়িত নয়। র‍্যাব কর্মকর্তারা বলছেন, শরিফুল ইসলাম লাইফ স্কুলে যেমন জঙ্গিবাদ বিস্তারে ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি নলেজ হোম নামের স্কুলেও একই কাজ করছেন। তার পরিচালিত প্রথম স্কুলটিতে মাত্র ১২০ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক ছিল ২৩ জন। বর্তমানে স্কুলে মাত্র আটজন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আটজন। মূলত স্কুলের নামে ওইসব শিক্ষকরা জঙ্গিবাদের প্রশিক্ষণ দিত। আটক জান্নাতুল মহল শিক্ষার্থীদের মায়েদের জঙ্গিবাদের বয়ান দিত। লাইফ স্কুলের অন্য শিক্ষক মুফতি আবদুর রহমানও নলেজ হোমে যোগ দিয়েছিল। এ ছাড়া পুরান ঢাকার নাজিরাবাজার মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল শহীদুল্লাহ খান মাদানি ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মঞ্জুর এলাহি পুরুষ অভিভাবকদের বয়ান দিতেন।

বর্তমান অধ্যক্ষ মিজানুর রহমানের বিষয়ে র‍্যাব কর্মকর্তাদের ভাষ্য, তিনি এক সময়ে একটি মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানিতে ভালো বেতনে চাকরি করতেন। এরপর লাইফ স্কুল প্রতিষ্ঠা করে জঙ্গিবাদের বিস্তারে ভূমিকা রেখে আসছিলেন। স্কুলটির সাবেক শিক্ষক জিয়াউর রহমানও একই দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং তার সঙ্গে পলাতক জঙ্গি ও সাবেক শিক্ষক মাইনুল ইসলাম ওরফে মুসার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। এ ছাড়া আটক অভিভাবক লিটনের সঙ্গে নিহত জঙ্গি মেজর জাহিদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। তার মাধ্যমেই লিটন নব্য জেএমবিতে সম্পৃক্ত হন।

র‍্যাবের একজন কর্মকর্তা বলেন, আইটি ব্যবসায়ী আটক আল মিজানুর রশিদ অবসরপ্রাপ্ত মেজর আজমলের মাধ্যমে মেজর জাহিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নব্য জেএমবিতে সম্পৃক্ত হন। কৌশিক আদনান সোবহান ও শাহরিয়ার ওয়াজেদ খান বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু। তারা লাইফ স্কুলে বয়ান শুনে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সিরিয়া যাওয়ার অপেক্ষা করছিল। মেরাজ আলী নিহত জঙ্গি তানভীর কাদেরীর সঙ্গে আস সাকিনা নামে হোম ডেলিভারি ব্যবসা করত। তানভীর কাদেরীর দুই জঙ্গি সন্তানকেও সে চিনত। এ ছাড়া তার সঙ্গে নিহত জঙ্গি মেজর জাহিদ ও মুসার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।